৩/১০/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ঢাবি উত্তপ্ত : ছাত্রদল কর্মীদের হাতে সাংবাদিক প্রহৃত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল ছাত্রদল কর্মীরা মধুর কেন্টিনে ভাংচুর এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক স্বপন বসুকে লাঞ্ছিত করেছে। এছাড়া ভোররাতে জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ এবং এসএম হলের ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে ছয় রাউন্ড গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে।

উত্তপ্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

উত্তপ্ত : ঢাবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় নির্বাচনের পরদিন মঙ্গলবার ভোরেই ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলের মধ্যে ১০টি দখল করে নেয়। একমাত্র জহুরুল হক হলে মাইনুদ্দীন বাবুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রয়েছে। গতকাল ছাত্রলীগ কর্মীরা অস্ত্রের মুখে ওই হলের ছাত্রদলের সভাপতি রাহাতুল আলম খান, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিশু ও সাংগঠনিক সম্পাদক নাসিরকে বের করে দিলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা মধুর কেন্টিনের চেয়ার-টেবিল ছুড়ে মেরে ক্ষোভ প্রকাশ করে। রাহাত, মিশু ও নাসিরের নেতৃত্বে হল থেকে নিয়ে আসা ছাত্রদলের মিছিলটি মধুর কেন্টিন থেকে আবার হলে ফিরে যাওয়ার পর গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে। সংগঠনের কর্মীরা বাবুর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ কর্মীদেরকে প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ তুলেছে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মামুনের বিরুদ্ধে। অবশ্য মামুন এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। রাহাত হল থেকে মধুর কেন্টিনে এসে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের কাছে তাদের বের করে দেয়ার কথা বলার পরপরই সংগঠনের কর্মীরা চেয়ার-টেবিল ছুড়তে শুরু করে। এ সময় আতঙ্কিত সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা কেন্টিনের ভেতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসেন। পরে নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ কর্মীদের শান্ত করেন। এদিকে দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও বাসস বাংলা বিভাগের সাংবাদিক স্বপন বসু মধুর কেন্টিনে গেলে ছাত্রদল কর্মীরা তাকে লাঞ্ছিত করে। ৭/৮ জন কর্মী তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে কিল, ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশ এগিয়ে এলে তিনি কোনমতে লাইব্রেরির দক্ষিণ গেটের দিকে দৌড়ে পালান। ছাত্রদল কর্মীরা বেবিট্যাক্সিযোগে তাকে ধাওয়া করে আবার ক্যাম্পাসে ধরে নিয়ে আসে এবং মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। এ সময় ফিরোজসহ কয়েকজন ছাত্রদল নেতা তাকে উদ্ধার করে রিকশায় তুলে দেন। আহত স্বপন বসু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

এছাড়া গতকাল ভোররাতে জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা এসএম হলকে লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এসএম হল থেকে পাল্টা দুই রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। তবে কেউ আহত হয়নি।